লেখনী

–নির্ঝর পাল

আবিশ্ব ভারত তার কর্মময় রথচক্র
এক নিবিড় স্তব্ধতায়–
নিমজ্জিত করে দিয়েছে।
প্রাণদায়িনী এই গ্রহ আজ হয়ে উঠেছে প্রাণ সংহারক।
মহাকালের পাতা থেকে আহরণ করা প্রতিটি কালই
আজ যেন এক উন্মাদ কালবেলায় রূপান্তরিত।
জীবন-মরণের সন্ধিলগ্নে এই বিপন্ন পৃথিবীর
বুকের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে মেহের আলি–
"তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্"।
পাগলা মেহের আলি, কাকে দূরে পাঠাচ্ছ ?
এই মহামৃত্যু মিছিলকে, নাকি জীবন নামক সম্পর্ককে,
যার বাঁধনে আমরা পৃথিবীর বন্দীদশায় আছি ?
'মিথ্যা' বলে কী প্রমাণ করতে চাও ?
এই পৃথিবীকে ? নাকি তার বুকে খেলে বেড়ানো মানবকুলকে ?
না প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন ধারাকে ?
মেহের আলি, পৃথিবীর মানবজাতির হয়ে – আমি অকপট
নতমস্তকে স্বীকার করছি, আমরাই তো
"এই বাসে ভরা ফুর, রসে ভরা ফল" কে নীল বিষে করেছি পূর্ণ।
পরশুরামের মতই, এই ভারত তথা সমগ্র ভূ-মন্ডলে আমরাই
কুঠারাঘাতে জননীর প্রাণ-হন্তারক হয়ে উঠেছি।
সুনীল আকাশের অমল সূর্যালোক, নক্ষত্রখচিত গগনমন্ডলের
সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিমায় মিশিয়েছি কূটবিষ।
সেই বিষের দহনে দহিত, আজ কতই না গর্বের জীবমন্ডল।
জীবনরস উজাড় করে দিয়ে জীবনপাত্র যে আজ হলাহলে পূর্ণ।

মেহের আলি, কবে আমাদের চেতনার আলোয় আমরা
আলোকিত হব ? আর কত মহামৃত্যু মিছিলের পর
আমরা বলতে পারব – "এ জীবন পুণ্য কর,
এ জীবন সহজ কর।
এ জীবন সরল কর।"
আজো প্রতিটি রাতের নীরব নির্জন লগ্নে মেহের আলির
গগনবিদারী আর্তনাদে ভরে উঠে প্রাণীলোক–
"তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্"।